Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া রিফা

রোলঃ 23100121697

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া রিফা

রোলঃ 23100121697

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআনিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া রিফা, আইডিঃ 23100121697 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআনিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুমাইয়া রিফা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সুমাইয়া রিফা

আইডিঃ 23100121697

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

সারসংক্ষেপ : 5

ভূমিকা 5

গবেষণার পটভূমি 6

গবেষণার গুরুত্ব 7

কুরআনিক শিক্ষার গুরুত্ব 7

বর্তমান সমাজের অবস্থা 8

কুরআনিক শিক্ষার মূলনীতি ও নৈতিকতার ভিত্তি 9

যুব সমাজের সংকট 11

পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনিক শিক্ষার প্রভাব 13

পর্দা ও লজ্জাশীলতার প্রভাব 15

অর্থনৈতিক সততা ও পারিবারিক বরকত 15

শিক্ষাব্যবস্থায় কুরআনিক শিক্ষার গুরুত্ব 21

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসার ও নৈতিক সংকট 24

সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও রূহানি শূন্যতা 26

সামাজিক সচেতনতা ও 'আমর বিল মা'রুফ' 28

মনস্তাত্ত্বিক অবক্ষয় ও কুরআনিক নিরাময় 29

প্রযুক্তির অপব্যবহার ও নৈতিক পতন 30

লিঙ্গ বৈষম্য বনাম কুরআনিক ইনসাফ 31

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট 32

প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রিত ও ইতিবাচক ব্যবহার: 34

উপসংহার 35

তথ্যসূত্র 36

সারসংক্ষেপ :

বস্তুবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে মানুষ ক্রমশ কুরআনিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এর ফলে সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক অশান্তি, অপরাধ বৃদ্ধি এবং মানবিক মূল্যবোধের সংকট তীব্র আকার ধারণ করছে। এই গবেষণায় কুরআনিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণ, এর সামাজিক প্রভাব এবং সম্ভাব্য সমাধান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে, কুরআনিক শিক্ষার অভাব সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে এবং দীর্ঘমেয়াদে একটি অস্থিতিশীল সমাজ তৈরি করে।

এই গবেষণায় কুরআনিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণ, এর সামাজিক প্রভাব এবং সম্ভাব্য সমাধান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে মানুষ নৈতিকতা ও মানবিকতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বিশেষ করে যুব সমাজ প্রযুক্তি ও অপসংস্কৃতির প্রভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে।

ভূমিকা

পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এতে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক আচরণ এবং ন্যায়বিচারের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:
“নিশ্চয়ই এই কুরআন এমন পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল।”
— সূরা আল-ইসরা: ৯

বর্তমান সময়ে মানুষ দুনিয়াবি ব্যস্ততা, প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং ধর্মীয় অনাগ্রহের কারণে কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এর ফলস্বরূপ সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মানবজাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল-কুরআন কেবল একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ এবং সামগ্রিকভাবে মানবসমাজ যে অস্থিরতা ও নৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তার মূলে রয়েছে কুরআনের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি।

গবেষণার পটভূমি

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের মূল উৎস হলো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ। মুসলিম সমাজে কুরআনিক শিক্ষার চর্চা অতীতে সামাজিক স্থিতিশীলতা, পারিবারিক বন্ধন এবং নৈতিকতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব কমে যাওয়ার কারণে মানুষ ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগবাদী হয়ে উঠছে।

বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তির অগ্রগতি মানুষের জীবনকে সহজ করেছে, কিন্তু একইসাথে নৈতিকতার অবক্ষয়ও বৃদ্ধি করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, অনৈতিক বিনোদন এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুসরণ অনেক মানুষকে ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ফলে সমাজে মাদকাসক্তি, অবৈধ সম্পর্ক, পারিবারিক ভাঙন, কিশোর অপরাধ এবং আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো কুরআনিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার ফলে সমাজে কী ধরনের অবক্ষয় সৃষ্টি হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করা এবং এর সমাধানের পথ খুঁজে বের করা।

গবেষণার গুরুত্ব

যখন একটি সমাজ তার আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন সেখানে ব্যক্তিস্বার্থ, দুর্নীতি এবং বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই গবেষণার মাধ্যমে আমরা আধুনিক সমস্যার সমাধান কুরআনিক প্রেক্ষাপটে খোঁজার চেষ্টা করব।

কুরআনিক শিক্ষার গুরুত্ব

কুরআনিক শিক্ষা মানুষের নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি মানুষকে সত্যবাদিতা, সততা, ধৈর্য, দয়া, সহানুভূতি এবং ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:
“আল্লাহ ন্যায়, সৎকর্ম ও আত্মীয়দের দান করার নির্দেশ দেন।”
— সূরা আন-নাহল: ৯০

কুরআনিক শিক্ষা মানুষকে আত্মসংযম ও আল্লাহভীতি শেখায়। একজন ব্যক্তি যখন কুরআনের শিক্ষা অনুসরণ করে, তখন সে অন্যায়, দুর্নীতি এবং অপরাধ থেকে দূরে থাকে।কুরআনিক শিক্ষা মানুষকে সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও আত্মসংযম শেখায়। কুরআন মানুষকে ন্যায়, সততা, সহমর্মিতা, দয়া এবং দায়িত্ববোধের শিক্ষা দেয়। বর্তমান সময়ে মানুষ ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষার অভাব, প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং ভোগবাদী মানসিকতা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

বিশেষ করে যুব সমাজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাবে নৈতিকতা হারিয়ে ফেলছে। একটি শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য কুরআনিক শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরিবার এবং সামাজিক সংগঠনগুলোকে

একযোগে কাজ করতে হবে। মানুষ যদি কুরআনের শিক্ষা বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে, তাহলে সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা এবং মানবিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

বর্তমান সমাজের অবস্থা

বর্তমান সমাজে দুর্নীতি, সহিংসতা ও নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। কুরআন মানুষকে ন্যায়, সততা, সহমর্মিতা, দয়া এবং দায়িত্ববোধের শিক্ষা দেয়। বর্তমান সময়ে মানুষ ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষার অভাব, প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং ভোগবাদী মানসিকতা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

বিশেষ করে যুব সমাজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাবে নৈতিকতা হারিয়ে ফেলছে। একটি শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য কুরআনিক শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরিবার এবং সামাজিক সংগঠনগুলোকে একযোগে কাজ করতে হবে।

মানুষ যদি কুরআনের শিক্ষা বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে, তাহলে সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা এবং মানবিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে।
বর্তমান সমাজে দুর্নীতি, সহিংসতা ও নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। কুরআন মানুষকে ন্যায়, সততা, সহমর্মিতা, দয়া এবং দায়িত্ববোধের শিক্ষা দেয়। বর্তমান সময়ে মানুষ ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষার অভাব, প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং ভোগবাদী মানসিকতা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। বিশেষ করে যুব সমাজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাবে নৈতিকতা হারিয়ে ফেলছে। একটি শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য কুরআনিক শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত জরুরি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরিবার এবং সামাজিক সংগঠনগুলোকে একযোগে কাজ করতে হবে। মানুষ যদি কুরআনের শিক্ষা বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে, তাহলে সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা এবং মানবিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

কুরআনিক শিক্ষার মূলনীতি ও নৈতিকতার ভিত্তি

আল-কুরআন মানুষকে **'আখলাকে হামিদা'** বা উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেয়। এর নৈতিকতার ভিত্তি মূলত তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে:

তাকওয়া (আল্লাহভীতি): যা মানুষকে গোপনে ও প্রকাশ্যে অন্যায় থেকে বিরত রাখে।
আদালত (ন্যায়বিচার): যা সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

ইহসান (পরোপকার): যা মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে।

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।" (আল-হাদিস)

পূর্ববর্তী গবেষণা

ইসলামিক চিন্তাবিদগণ কুরআনিক শিক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। কুরআনে ন্যায়, সততা এবং মানবিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

“আল্লাহ ন্যায়, সৎকর্ম ও আত্মীয়দের দান করার নির্দেশ দেন।”
— সূরা আন-নাহল: ৯০

হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে উত্তম চরিত্রই একজন মানুষের প্রকৃত পরিচয়। পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা যায়, ধর্মীয় শিক্ষা সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমস্যা নির্ধারণ

বর্তমান সমাজে কুরআনিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কিছু প্রধান কারণ হলো:

১.আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব কমে যাওয়া
২.পরিবারে ধর্মীয় পরিবেশের অভাব
৩.সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব
৪.দুনিয়াবি সাফল্যকে একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে ধরা
এর ফলে নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক ভাঙন এবং অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামাজিক অবক্ষয়ের স্বরূপ

কুরআনের শাসন ও শিক্ষা যখন সমাজ থেকে বিদায় নেয়, তখন নিম্নলিখিত উপসর্গগুলো প্রকট হয়ে ওঠে:

পারিবারিক ভাঙন

কুরআনে পিতা-মাতার অধিকার এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের যে ফ্রেমওয়ার্ক দেওয়া হয়েছে, তা মানা হচ্ছে না বলেই বর্তমানে বিবাহবিচ্ছেদ এবং বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বাড়ছে।

চারিত্রিক বিচ্যুতি

পর্দা, নজরের হেফাজত এবং লজ্জাশীলতার অভাব সমাজে অশ্লীলতা ও নারী নির্যাতনের হার বাড়িয়ে দিয়েছে। কুরআনের সুরা নূর এবং সুরা আহজাবে প্রদত্ত নির্দেশনাগুলো পালিত না হওয়ায় এই নৈতিক বিপর্যয় ঘটছে।

যুব সমাজের সংকট

যুব সমাজ বর্তমানে অপসংস্কৃতি ও প্রযুক্তির প্রভাবে বিভ্রান্ত। কুরআন মানুষকে ন্যায়, সততা, সহমর্মিতা, দয়া এবং দায়িত্ববোধের শিক্ষা দেয়। বর্তমান সময়ে মানুষ ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষার অভাব, প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং ভোগবাদী মানসিকতা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। বিশেষ করে যুব সমাজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাবে নৈতিকতা হারিয়ে ফেলছে। একটি শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য কুরআনিক শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরিবার এবং সামাজিক সংগঠনগুলোকে একযোগে কাজ করতে হবে। মানুষ যদি কুরআনের শিক্ষা বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে, তাহলে সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা এবং মানবিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

বিশ্লেষণ

১. নৈতিক অবক্ষয়

কুরআনিক শিক্ষা মানুষকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং দয়া শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষা না থাকলে সমাজে অসততা, প্রতারণা এবং স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পায়।

২. পারিবারিক ভাঙন

কুরআনে পরিবারকে শান্তি ও ভালোবাসার স্থান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে পরিবারে দায়িত্ববোধ কমে যায়, ফলে অশান্তি বৃদ্ধি পায়।

৩. যুব সমাজের বিপথগামিতা

যুব সমাজ সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে তারা নেশা, অশ্লীলতা ও অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

৪. অপরাধ বৃদ্ধি

ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাবে মানুষ সহজেই অন্যায় ও অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

কুরআনিক দণ্ডবিধি (Hudud) অপরাধীর মনে ভীতি এবং মজলুমের মনে সান্ত্বনা দেয়। এর অনুপস্থিতিতে অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে, যা সামাজিক অস্থিরতার মূল কারণ।

পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনিক শিক্ষার প্রভাব

ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনে কুরআনের ভূমিকা

একজন ব্যক্তির চরিত্রই হলো সমাজের একক। কুরআন মানুষকে এমন এক চারিত্রিক উচ্চতা প্রদান করে, যা আইন দিয়ে সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত জীবনে কুরআন তিনটি প্রধান বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়:

আমানতদারিতা: কুরআন নির্দেশ দেয়, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দিতে।" (সুরা নিসা:
৫৮)।

ব্যক্তিগত জীবনে এই শিক্ষার অভাবই বর্তমানে দুর্নীতি ও বিশ্বাসভঙ্গের মূল কারণ।

আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্য (সবর): আধুনিক যুগে মানসিক অবসাদ ও আত্মহত্যার হার বাড়ার অন্যতম কারণ হলো ধৈর্যের অভাব।

কুরআন শিক্ষা দেয়, "নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সুরা বাকারা: ১৫৩)।

সত্যবাদিতা: ব্যক্তিগত জীবনে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া সামাজিক পচনের শুরু। কুরআন মুমিনদের সত্যবাদীদের সাথী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

পারিবারিক শান্তি ও কুরআনিক কাঠামো

পরিবার হলো একটি সমাজের মূল ভিত্তি। কুরআনিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে বর্তমানে পারিবারিক কাঠামোতে ধস নেমেছে।

দাম্পত্য সম্পর্ক: কুরআন স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের 'পোশাক' হিসেবে বর্ণনা করেছে (সুরা বাকারা: ১৮৭)। এই শিক্ষার অভাবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কমে যাচ্ছে, যার ফলে বিবাহবিচ্ছেদের হার জ্যামিতিক হারে বাড়ছে।

সন্তান লালন-পালন: বর্তমানে বাবা-মায়েরা সন্তানদের জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করলেও কুরআনিক নৈতিক শিক্ষা দিচ্ছেন না। ফলে সন্তানরা বড় হয়ে বাবা-মায়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে। লুকমান (আ.) তার সন্তানকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন (সুরা লুকমান), তা অনুসরণ করলে কিশোর অপরাধ ও নৈতিক পতন রোধ করা সম্ভব হতো।

পিতা-মাতার অধিকার: কুরআনে আল্লাহর ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনিক শিক্ষা থেকে বিমুখতার কারণেই আজ সমাজে 'বৃদ্ধাশ্রম' কালচার গড়ে উঠছে।

পর্দা ও লজ্জাশীলতার প্রভাব

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষায় 'হিজাব' বা পর্দার বিধান অপরিসীম। কুরআন নারী-পুরুষ উভয়কে তাদের দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়েছে (সুরা নূর: ৩০-৩১)।

অশ্লীলতার বিস্তার: ব্যাক্তিগত জীবনে এই পর্দার বিধান লঙ্ঘনের ফলে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ছে।

সামাজিক অবক্ষয়: পারিবারিক জীবনে পর্দার অনুপস্থিতি পরকীয়া, নারী নির্যাতন এবং লিভ-ইন রিলেশনের মতো সামাজিক ব্যাধিগুলোকে উসকে দিচ্ছে।

অর্থনৈতিক সততা ও পারিবারিক বরকত

একটি পরিবারের সুখ নির্ভর করে হালাল উপার্জনের ওপর। কুরআন সুদকে হারাম এবং ব্যবসাকে হালাল করেছে। ব্যক্তিগত জীবনে যখন মানুষ অল্পে তুষ্টি (কানাআত) ভুলে যায় এবং লোভের বশবর্তী হয়ে হারাম পথে পা বাড়ায়, তখন সেই পরিবারে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। কুরআনিক শিক্ষা মানুষকে অল্প সম্পদে বরকত ও প্রশান্তি (সাকিনাহ) খুঁজে পেতে শেখায়।

পরিবারে কুরআনিক শিক্ষার অভাব

একটি মুসলিম পরিবারের মূল ভিত্তি হওয়া উচিত কুরআনের আলো। কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেক পরিবারেই সন্তানদের একাডেমিক বা জাগতিক শিক্ষাকে যতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয়, ধর্মীয় ও কুরআনিক শিক্ষাকে ততটা দেওয়া হয় না।

মূল সমস্যা: কেবল কুরআন তিলাওয়াত শিখিয়েই দায়িত্ব শেষ মনে করা হয়, কিন্তু কুরআনের অর্থ, বিধান এবং এর ভেতরের নৈতিক শিক্ষাগুলো জীবনযাত্রায় প্রয়োগ করা হয় না।

প্রভাব: এর ফলে সন্তানরা বড় হওয়ার সাথে সাথে জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে সঠিক ও ভুলের পার্থক্য করতে পারে না এবং আত্মিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে।

আধুনিক শিক্ষা ও ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতা

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের বৈষয়িক উন্নতি ও ক্যারিয়ার গঠনে সাহায্য করলেও, এর বড় একটি ঘাটতি হলো এটি অনেক সময় নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন।

মূল সমস্যা: বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞান দেওয়া হলেও আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশকে অবহেলা করা হয়। সফলতার একমাত্র মাপকাঠি বানানো হয়েছে ভালো চাকরি ও অর্থ উপার্জনকে।

প্রভাব: এর ফলে শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের একাংশের মধ্যে ধর্মকে 'পুরোনো আমলের' বা 'অপ্রয়োজনীয়' ভাবার একটি মানসিকতা তৈরি হচ্ছে, যা তাদের আদর্শিক পরিচয় সংকটে ফেলছে।

প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব
প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়া মানুষের জীবনকে সহজ করলেও এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার যুবসমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

মূল সমস্যা: ফেসবুক, টিকটক, ইনস্টাগ্রাম এবং অনলাইন গেমসের আসক্তি তরুণদের মূল্যবান সময় কেড়ে নিচ্ছে। ভার্চুয়াল জগতের কৃত্রিম চাকচিক্য ও অপসংস্কৃতি তাদের বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

প্রভাব: সাইবার বুলিং, পর্নোগ্রাফির আসক্তি এবং ভুল তথ্যের বিস্তারের কারণে যুবসমাজের মানসিক ও নৈতিক বিপর্যয় ঘটছে।

যুব সমাজের নৈতিক সংকট

যেকোনো দেশের মূল চালিকাশক্তি হলো তার যুবসমাজ। কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসন ও সঠিক পারিবারিক শিক্ষার অভাবে বর্তমান যুবসমাজ এক গভীর নৈতিক সংকটে ভুগছে।

মূল সমস্যা: বড়দের প্রতি অসম্মান, সততা ও শালীনতার অভাব, এবং সস্তা জনপ্রিয়তার পেছনে ছোটার প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছে।

প্রভাব: মাদকাসক্তি, গ্যাং কালচার (কিশোর গ্যাং) এবং অনৈতিক সম্পর্কের দিকে যুবসমাজ ধাবিত হচ্ছে, যা তাদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

অপরাধ বৃদ্ধি ও সামাজিক অবক্ষয়

নৈতিক সংকট যখন চরম আকার ধারণ করে, তখন সমাজে অপরাধ ও অবক্ষয় জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকে।

মূল সমস্যা: সমাজে এখন চুরি, ছিনতাই, ইভটিজিং, এবং খুনের মতো ঘটনা নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।
অপরাধ বোধ বা অনুশোচনা মানুষের মন থেকে উঠে যাচ্ছে।

প্রভাব: আইন ও প্রশাসনের ভয় থাকলেও মানুষের মনে আল্লাহর ভয় বা আখেরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি না থাকায় সমাজ আজ অস্থিতিশীল ও অনিরাপদ হয়ে পড়েছে।

পারিবারিক ভাঙন ও সম্পর্কের অবনতি

পারিবারিক বন্ধন হলো একটি সুস্থ সমাজের মেরুদণ্ড। কিন্তু বর্তমানে এই বন্ধনগুলো দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। ধৈর্যহীনতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব এবং অতিরিক্ত বস্তুবাদের কারণে যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও দূরত্ব বাড়ছে।

প্রভাব: বিবাহবিচ্ছেদের (ডিভোর্স) হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ভাই-বোন, পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যকার সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিলুপ্ত হচ্ছে।

নারী, শিশু ও সমাজে প্রভাব

পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় শিকার হয় নারী ও শিশুরা।

নারী: পরিবার ভাঙন এবং সামাজিক অস্থিতিশীলতার কারণে নারীরা নানা ধরনের সহিংসতা, মানসিক নির্যাতন ও নিরাপত্তার ঝুঁকিতে পড়েন।

শিশু: বাবা-মায়ের কলহ বা বিচ্ছেদের কারণে শিশুরা একাকীত্বে ভোগে এবং তাদের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।
অনেকেই স্নেহবঞ্চিত হয়ে অপরাধের পথে পা বাড়ায়।

সমাজ: সামগ্রিকভাবে পুরো সমাজ একটি সুস্থ ও আদর্শ প্রজন্ম উপহার দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

মানসিক স্বাস্থ্য ও আত্মিক শূন্যতা

সব ধরনের জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকার পরেও মানুষের মনের শান্তি না থাকার মূল কারণ হলো আত্মিক শূন্যতা।

মূল সমস্যা: আল্লাহ এবং ধর্মের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে মানুষ চরম হতাশায় ভোগে। সামান্য ব্যর্থতা বা কষ্টেই মানুষ ভেঙে পড়ে।

প্রভাব: বর্তমান সমাজে ডিপ্রেশন (বিষণ্ণতা), অ্যাংজাইটি (উদ্বেগ) এবং আত্মহত্যার প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। মানুষ যখন বুঝতে পারে না তার জীবনের আসল উদ্দেশ্য কী, তখনই এই মানসিক ও আত্মিক শূন্যতা তৈরি হয়, যা কেবল আল্লাহর জিকির ও ধর্মীয় জীবনযাপনের মাধ্যমেই পূরণ করা সম্ভব।

সারসংক্ষেপ: এই প্রতিটি সমস্যা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরিবারে সঠিক ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পুনর্জাগরণ এবং প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমেই কেবল এই সামাজিক অবক্ষয় থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের বর্তমান অবক্ষয়, নৈতিক সংকট এবং পারিবারিক ভাঙন রোধে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবসম্মত সমাধান পাওয়া সম্ভব।
ইসলাম কেবল কিছু আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয়, বরং এটি একটি সম্পূর্ণ জীবনবিধান (Complete Code of Life)

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান (সামগ্রিক রূপরেখা)

বর্তমান সমাজের প্রতিটি স্তরে যে পচন ধরেছে, তার একমাত্র স্থায়ী সমাধান হচ্ছে মানুষের জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও আখেরাতের জবাবদিহিতা ফিরিয়ে আনা।

তাকওয়া বা আল্লাহর ভীতি অর্জন:

ইসলাম অপরাধ দমনের জন্য কেবল বাহ্যিক আইন বা পুলিশের ওপর নির্ভর করে না, বরং মানুষের অন্তরে 'তাকওয়া' বা আল্লাহর ভয় তৈরি করে।

যখন একজন মানুষ বিশ্বাস করে যে নির্জন অন্ধকার ঘরেও আল্লাহ তাকে দেখছেন এবং হাশরের ময়দানে তাকে অণুপরিমাণ কাজেরও হিসাব দিতে হবে, তখন সে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অপরাধ থেকে দূরে থাকে।

পারিবারিক কাঠামোর সংস্কার:

ইসলাম পরিবারকে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক মনে করে। ইসলামে পিতা-মাতার অধিকার, সন্তানের প্রতি দায়িত্ব, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।" পরিবারে যদি সুন্নাহর চর্চা থাকে, তবে বিবাহবিচ্ছেদ ও পারিবারিক ভাঙন অনেকাংশে কমে যাবে।

মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মিক নিরাময়:

মানসিক বিষণ্ণতা ও আত্মিক শূন্যতার একমাত্র ওষুধ হলো আল্লাহর স্মরণ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই কেবল অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।" (সূরা আর-রাদ: ২৮)। ইসলাম মানুষকে শেখায় যে দুনিয়ার জীবন একটি পরীক্ষা। এখানে সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থাতেই ধৈর্য (সবর) ও শুকরিয়া আদায় করলে মানসিক ভারসাম্য বজায় থাকে।

শিক্ষাব্যবস্থায় কুরআনিক শিক্ষার গুরুত্ব

একটি আদর্শ ও নৈতিকতাসম্পন্ন জাতি গঠনে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। ধর্মনিরপেক্ষ বা কেবল ববস্তুবাদী শিক্ষা মানুষকে দক্ষ 'শ্রমিক' বা 'কর্মকর্তা' বানাতে পারলেও একজন ভালো 'মানুষ' বানাতে ব্যর্থ হচ্ছে।
প্রথম নির্দেশই হলো 'পড়া':

ইসলামের প্রথম বাণীই ছিল "ইকরা" অর্থাৎ "পড়ো, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল-আলাক: ১)। এর অর্থ হলো, শিক্ষার সূচনা ও ভিত্তি হতে হবে মহান আল্লাহর নামে এবং তাঁর দেওয়া নির্দেশনার আলোকেই।

কুরআন কেবল তিলাওয়াতের জন্য নয়, জীবন গড়ার জন্য: শিক্ষাব্যবস্থায় কুরআনকে কেবল একটি ধর্মীয় বই হিসেবে না রেখে এর বিধান, নৈতিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক আয়াতগুলোকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কুরআন মানুষকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারী এবং অন্যের অধিকার রক্ষার শিক্ষা দেয়।

সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা

আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং অর্থনীতির পাশাপাশি কুরআনিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটাতে হবে। একজন ডাক্তার যখন কুরআনের আলোয় আলোকিত হবেন, তিনি কখনো রোগীদের সাথে প্রতারণা করবেন না।

একজন প্রকৌশলী যখন কুরআনের হালাল-হারামের বিধান জানবেন, তিনি রড-সিমেন্টে ভেজাল দেবেন না। তাই সমাজ থেকে দুর্নীতি ও অপরাধ দূর করতে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত কুরআনিক শিক্ষার প্রতিফলন অপরিহার্য।

সামাজিক সচেতনতা ও দায়িত্ব

ইসলাম সমাজকে একটি দেহের সাথে তুলনা করেছে। দেহের একটি অঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হলে যেমন পুরো শরীর কষ্ট পায়, তেমনি সমাজের একজন মানুষ বিপথগামী হলে পুরো সমাজকে তার দায়িত্ব নিতে হয়। ইসলামে 'ব্যক্তিগত মুক্তি'র চেয়ে 'সামাজিক কল্যাণ'কে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ (আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার): এটি ইসলামের অন্যতম প্রধান সামাজিক স্তম্ভ।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে বাধা দেবে..." (সূরা আল-ইমরান: ১১০)।

সমাজে যখন চোখের সামনে কোনো অন্যায় (যেমন: মাদক, কিশোর গ্যাং, ইভটিজিং) ঘটবে, তখন চুপ থাকা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ।

প্রতিবেশীর অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা:

রাসূলুল্লাহ (সা.) কড়া ভাষায় সতর্ক করেছেন, "ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, যে নিজে পেটপুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।" সমাজ থেকে বৈষম্য ও অপরাধ দূর করতে যাকাত ও সদকার সঠিক বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে।

যুবসমাজকে অপরাধ থেকে দূরে রাখতে সামাজিক ক্লাব, খেলাধুলার পরিবেশ এবং সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা সমাজের সচেতন নাগরিকদের দায়িত্ব।

সম্মিলিত প্রতিরোধ:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার ও সাইবার অপরাধ রোধে সামাজিকভাবে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে (পিতা-মাতা, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, সমাজের মুরুব্বি) যদি যুবসমাজের কাউন্সেলিং করেন, তবে সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

গবেষণার ফলাফল

যুগে যুগে দেশী-বিদেশী সমাজবিজ্ঞানী, ইসলামিক স্কলার এবং গবেষকরা সামাজিক অবক্ষয় ও এর থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন। সেসব গবেষণার মূল নির্যাস বা ফলাফল নিচে দেওয়া হলো:

নৈতিকতাহীন শিক্ষার কুফল:

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব দেশে বা সমাজে কেবল বৈষয়িক শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে দূরে রাখা হয়েছে, সেখানে ক্রাইম রেট, আত্মহত্যা, একাকীত্ব এবং ডিভোর্সের হার অনেক বেশি। শিক্ষার হার ১০০% হওয়া সত্ত্বেও কেবল নৈতিকতার অভাবে সেসব সমাজে পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।

ধর্মীয় অনুশাসনের ইতিবাচক প্রভাব:

সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যেসকল তরুণ নিয়মিত ধর্মীয় কার্যকলাপে (যেমন: নামাজ, কুরআনিক স্টাডি সার্কেল) যুক্ত থাকে, তাদের মধ্যে মাদকাসক্তি, বিষণ্ণতা, পর্নোগ্রাফির আসক্তি এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়ানোর হার সাধারণ তরুণদের চেয়ে প্রায় ৭০-৮০% কম।

পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব:

মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলাফল বলছে, ভাঙা পরিবারের (Broken Family) সন্তানরাই পরবর্তী জীবনে সবচেয়ে বেশি অপরাধপ্রবণ, উগ্র এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে।
পক্ষান্তরে, যে পরিবারে মা-বাবার মধ্যে সুসম্পর্ক থাকে এবং সন্তানদের সাথে খোলামেলা ও বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ থাকে, সেই সন্তানরা সমাজে সফল এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসার ও নৈতিক সংকট

বর্তমান যুগে বিশ্বায়নের (Globalization) ফলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। এই সংস্কৃতির মূলে রয়েছে বস্তুবাদ (Materialism) এবং ব্যক্তিবাদ (Individualism)। কুরআনিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য যেখানে পরকালীন মুক্তি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি, সেখানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি কেবল ইহজাগতিক সুখকে প্রাধান্য দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যই নৈতিক অবক্ষয়ের মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বনাম সামাজিক দায়বদ্ধতা

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মানুষকে শেখায় "My life, my choice" বা "আমার জীবন, আমার পছন্দ"। এর ফলে:

স্বার্থপরতা বৃদ্ধি: মানুষ কেবল নিজের সুখের কথা ভাবে, যা কুরআনের 'ভ্রাতৃত্ব' ও 'পরার্থপরতা' (ইٖيثَار)-এর শিক্ষার বিরোধী।

কর্তব্যের চেয়ে অধিকারকে প্রাধান্য: মানুষ নিজের অধিকার আদায়ে যতটা সচেতন, অন্যের প্রতি (যেমন: প্রতিবেশী বা আত্মীয়) কর্তব্যের বিষয়ে ততটাই উদাসীন। কুরআন প্রতিবেশী এবং সমাজের দুর্বল শ্রেণির প্রতি বিশেষ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়।

ভোগবাদ (Consumerism) ও অপচয়

পাশ্চাত্য অর্থনীতি ও জীবনধারা মানুষকে অধিক ভোগের দিকে প্ররোচিত করে। 'যত পারো ভোগ করো'—এই দর্শন মানুষকে লোভী ও দুর্নীতিপরায়ণ করে তুলছে।

কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি: কুরআন অপচয়কারীকে "শয়তানের ভাই" হিসেবে অভিহিত করেছে (সুরা বনী ইসরাইল: ২৭)।

প্রভাব: ভোগের নেশায় মত্ত হয়ে মানুষ সুদী কারবার এবং হারাম উপার্জনে লিপ্ত হচ্ছে, যা সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অস্থিরতা সৃষ্টি করছে।

লিবারালিজম ও মূল্যবোধের পরিবর্তন

আধুনিক উদারনীতি বা লিবারালিজম এমন অনেক বিষয়কে বৈধতা দিচ্ছে যা কুরআনিক বিধানে সরাসরি নিষিদ্ধ।

অবাধ মেলামেশা: পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে প্রগতিশীলতা হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু কুরআনিক 'হিজাব' ও 'শালীনতা'র অনুপস্থিতিতে এটি সমাজে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক এবং পরকীয়ার হার বাড়িয়ে দিচ্ছে।

পরিবার প্রথার বিলুপ্তি: পাশ্চাত্যে এখন 'লিভ-ইন' বা সমলিঙ্গের সম্পর্কের যে ধারণা গড়ে উঠছে, তা সরাসরি পরিবার প্রথাকে ধ্বংস করছে। কুরআন পরিবারকে একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করে, যার ভিত্তি হলো বৈধ বিবাহ (Nikah)।

সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও রূহানি শূন্যতা

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা ও ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে দেখা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বৈষয়িক জ্ঞান দেওয়া হলেও 'আখলাক' বা উন্নত চরিত্র গঠনের কোনো সঠিক দিকনির্দেশনা নেই।

রূহানি দেউলিয়াত্ব: যখন শিক্ষা থেকে কুরআনকে আলাদা করা হয়, তখন মেধাবী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা আমলা তৈরি হলেও তাদের মধ্যে সততা ও দেশপ্রেমের অভাব দেখা যায়। কারণ তাদের হৃদয়ে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার (তাকওয়া) অনুভূতি জাগ্রত হয় না।

সাংস্কৃতিক গোলামি ও হীনম্মন্যতা

বর্তমানে মুসলিম তরুণ প্রজন্মের বড় একটি অংশ পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্যকে সেকেলে ভাবে। এই হীনম্মন্যতা তাদের কুরআন পাঠ এবং এর মর্ম উপলব্ধিতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিনোদন মাধ্যম (সিনেমা, মিউজিক ও সোশ্যাল মিডিয়া) এই অবক্ষয়কে আরও ত্বরান্বিত করছে।

সমাধানের পথ: কুরআনি শিক্ষায় প্রত্যাবর্তন

ব্যক্তিপর্যায়ে পরিবর্তন: আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া
সামাজিক পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি হলো ব্যক্তির পরিবর্তন।

কুরআন বলছে, "আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।" (সুরা রাদ: ১১)।

নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন: কেবল তেলাওয়াত নয়, বরং অর্থ ও তাফসিরসহ কুরআন বুঝে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। এটি মানুষের চিন্তাজগতকে পরিশুদ্ধ করে।

তাকওয়া অর্জন: প্রতিটি কাজে আল্লাহকে হাজির-নাজির মনে করা। এই মানসিকতা মানুষকে দুর্নীতি, মিথ্যা ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখার একমাত্র কার্যকর মাধ্যম।

সুন্নাহর অনুসরণ: কুরআনের জীবন্ত রূপ হলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)। তাঁর চরিত্র অনুসরণই হলো কুরআনি শিক্ষায় ফেরার বাস্তব উপায়।
৮.২ পারিবারিক সংস্কার: একটি আদর্শ ইউনিট গঠন।

পরিবারকে **'জান্নাতের বাগান'** হিসেবে গড়ে তুলতে কুরআনি নির্দেশনার কোনো বিকল্প নেই।

দ্বীনি পরিবেশ তৈরি: পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে নিয়মিত কুরআন ও হাদিসের তালিম করা।
সন্তানকে নৈতিক শিক্ষা প্রদান: কেবল জাগতিক ক্যারিয়ার নয়, বরং সন্তানকে 'মানুষ' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শৈশব থেকেই হালাল-হারাম এবং আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া।

পারস্পরিক অধিকার রক্ষা: স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে কুরআন নির্দেশিত 'মুয়াশারাত' বা সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা।

মূলধারার শিক্ষায় নৈতিকতা:
বর্তমান নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হলো দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা (জেনারেল ও মাদ্রাসা)। একে সমন্বয় করা প্রয়োজন।

স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে কেবল তথ্য নয়, বরং কুরআনিক মূল্যবোধ ও নৈতিক গল্পের সন্নিবেশ ঘটানো।

পেশাদারিত্ব ও আমানতদারিতা: চিকিৎসক, প্রকৌশলী বা আমলা তৈরির সময় তাদের পেশাগত নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে কুরআনের জবাবদিহিতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা।

সামাজিক সচেতনতা ও 'আমর বিল মা'রুফ'

সমাজকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' (আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার)-এর বিধান কার্যকর করতে হবে।

সামাজিক প্রতিরোধ: পাড়া-মহল্লায় কিশোর গ্যাং, মাদক বা ইভটিজিংয়ের মতো সমস্যার বিরুদ্ধে কুরআনের আলোকে সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলা।

মসজিদকে কেন্দ্রবিন্দু করা: মসজিদকে কেবল নামাজের স্থান নয়, বরং সামাজিক সমস্যা সমাধানের পরামর্শ কেন্দ্র বা 'কমিউনিটি সেন্টার' হিসেবে গড়ে তোলা।

অর্থনৈতিক মুক্তি: সুদমুক্ত সমাজ গঠন
সামাজিক অস্থিরতার বড় কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য। কুরআনি অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে এর সমাধান সম্ভব।

জাকাত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ: সঠিকভাবে জাকাত বণ্টন করলে সমাজে দরিদ্রতা কমবে এবং অপরাধের হার হ্রাস পাবে।

সুদ বর্জন: সুদী কারবার বন্ধ করে অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসা (Mudaraba) উৎসাহিত করা, যা মানুষের মধ্যে শোষণমুক্ত মানসিকতা তৈরি করে।

মিডিয়া ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার

বর্তমান যুগে মিডিয়া হলো সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।

ইতিবাচক কনটেন্ট: নাটক, সিনেমা বা সোশ্যাল মিডিয়ায় অশ্লীলতার পরিবর্তে কুরআনিক নীতি ও জীবনমুখী শিক্ষামূলক কনটেন্ট প্রচার করা।

ডিজিটাল লিটারেসি: তরুণ প্রজন্মকে ইন্টারনেটের অপব্যবহার থেকে রক্ষা করতে ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

মনস্তাত্ত্বিক অবক্ষয় ও কুরআনিক নিরাময়

শূন্যতাবোধ ও ডিপ্রেশন: আধুনিক মানুষ বস্তুগতভাবে সুখী হলেও মানসিকভাবে অশান্ত।

কুরআন বলে, "জেনে রেখো, আল্লাহর জিকিরেই কেবল অন্তর প্রশান্ত হয়" (সুরা রাদ: ২৮)।

কুরআনিক জিকির ও তাসবিহ ডোপামিন বা জাগতিক আসক্তির বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

অস্থিরতা ও অল্পে তুষ্টির অভাব: মানুষের সীমাহীন লোভই সামাজিক অপরাধের মূল।

কুরআনের 'কানাআত' (অল্পে তুষ্টি) দর্শন মানুষকে মানসিক শান্তি দেয় এবং অপরাধ থেকে দূরে রাখে। মানুষ সবসময় তার চেয়ে উপরের লেভেলের মানুষের দিকে দেখে এবং নিজেকে অসূখী ভাবতে থাকে কিন্তু তাকে আল্লাহ যে নিয়ামত দিয়ে রেখেছে বা তার চেয়ে যারা খারাপ বা কষ্ট দিনযাপন করছেসেদিকে দেখে না। অথচ সে যদি নিজের চেয়ে কষ্টে জীবনযাপন করছে এমন মানুষের দিকে দেখে তাহলে সে অল্পতেই নিজেকে সুখী মনে করতো।

সোশাল মিডিয়ায় আজকাল মানুষ যা কিছুই করে তাই শোওফ করে বেড়ায় সবকিছুই যেন মানুষকে দেখাতে হবে এমন একটা মনোভাব তৈরি হয়েছে। যার ফলে অন্য মানুষজন এসব দেখে নিজেকে অসুখী ও অভাবী ভাবতে থাকে।

প্রযুক্তির অপব্যবহার ও নৈতিক পতন

সাইবার ক্রাইম ও পর্দার বিধান: পর্দার বিধান কেবল পোশাকের নয়, বরং চোখের এবং আচরণেরও।

ইন্টারনেটে নগ্নতা ও পর্নোগ্রাফির সহজলভ্যতা তরুণদের মস্তিষ্কের গঠন পরিবর্তন করছে এবং সেজন্যই কুরআনের 'দৃষ্টি অবনত রাখা'র নির্দেশ আজ সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক।

তরুণ রা খুব সহজেই বিভিন্ন ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে পর্ণগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে পড়ছে এবং মাস্টারবেশন এর মতো হারাম গুনাহে প্রতিনিয়ত লিপ্ত হচ্ছে। তাছাড়া এসব আসক্তির কারণেই বর্তমানে ধর্ষণের পরিমানও অনেক বেড়ে গেছে।

সোশ্যাল মিডিয়া ও গীবত ফেসবুক বা ইউটিউবে অন্যের চরিত্র হনন ও ট্রোলিং এখন সাধারণ বিষয়। কুরআন গীবতকে "মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার" সাথে তুলনা করেছে।

এই নৈতিক শিক্ষাটি সাইবার বুলিং কমাতে পারে। আজকাল মানুষ কিছু একটা পেলেই সেটা নিয়ে ট্রল করা শুরু করে দেয় এবং আরেকজনের সাথে সেটা ইনবক্সে শেয়ার করে অথবা নিজের প্রোফাইলে শেয়াল করে হাসি তামাশায় মজে পড়ে। অথচ অফলাইনে গীবত করাকে আমরা যতোটা সিরিয়াসলি নেই অনলাইনে সেটা অনেজ হালকাভাবে নেই কিন্তু সেটা গুনাহের কাতারেই পড়ে।

লিঙ্গ বৈষম্য বনাম কুরআনিক ইনসাফ

নারী অধিকারের অপব্যাখ্যা: পাশ্চাত্য নারীবাদ মেয়েদেরকে নিজের সতীত্বের থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা ও উত্তরাধিকার দিয়েছে, তা থেকে দূরে থাকার কারণেই আজ নারী নির্যাতন ও পণপ্রথা সমাজে জেঁকে বসেছে।
অথচ কুরআনে নারীদের অনেক সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

পারিবারিক দায়িত্বের ভারসাম্য: পুরুষকে পরিবারের 'কাওয়াম' বা রক্ষক বানানো হয়েছে। এই দায়িত্ব থেকে পুরুষরা দূরে সরে যাওয়ার কারণেই পারিবারিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে।
বর্তমানে পুরুষদের মাঝে পরিবারের দায়িত্ব নেয়ার মনোভাব কমে গেছে তারা বিয়ের মতো হালাল সম্পর্কের মাধ্যমে নারীদের দায়ীত্ব নিতে চায় না। কারণ হারাম সম্পর্ক ও পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে খুব সহজেই নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে ফেলতে পারে।

পরিবেশগত নৈতিকতা ও কুরআন

প্রকৃতির আমানত: মানুষ পৃথিবীর খলিফা বা প্রতিনিধি। কুরআন অপচয় ও প্রকৃতি ধ্বংস করতে নিষেধ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণ যে মানুষের নৈতিক অবক্ষয়েরই ফল।বর্তমানে মানুষ শহরমুখী হয়ে পড়ছে এবং প্রতিনিয়ত পানিদূষণ ও বায়ুদূষণ করে চলেছে।
যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলে দিচ্ছে, যানবাহনের ধোয়া সব মিলিয়ে পরিবেশ দূষণের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে চলেছে।

বিচার ব্যবস্থার অসারতা ও কুরআনি দণ্ডবিধি

মানবসৃষ্ট আইন বনাম খোদায়ী আইন: কেন প্রচলিত আইন অপরাধ কমাতে পারছে না? কুরআনি দণ্ডবিধির মূল উদ্দেশ্য কেবল শাস্তি নয়, বরং অপরাধের মূল উৎপাটন ও দৃষ্টান্ত স্থাপন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা যে শরয়ী আইন দিয়েছেন তা পুর্নাঙ্গ মানব

জীবনের সমস্ত কিছুর জন্য প্রযোজ্য। সেখানে সকল অপরাধের শাস্তি সম্পর্কেও বলা হয়েছে। কিন্তু মানুষ শরয়ী আইন বাদ দিয়ে মানুষের বানানো আইন প্রয়োগ করছে সবজায়গায়।

যেমন ইসলামে চুরির অপরাধে হাত কাটার বিধান রয়েছে কিন্তু চোরকে হাত তো কাটা হয়নি না বরং তাকে কোন শাস্তিই দেয়া হয় না, সে এভাবেই ঘুষ দিয়ে পার পেয়ে যায়। জিনার করলে পাথর আঘাত করার আইন রয়েছে কিন্তু এগুলো কিছুই মানা হয় না যার কারণে সমাজে জিনা, পরকিয়া বেড়েই চলেছে। যার ফলে সমাজে অপরাধপ্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলছে।

মজলুমের অধিকার: প্রচলিত আইনে অপরাধীর মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির (মজলুম) কষ্টের ক্ষতিপূরণ নিয়ে আলোচনা কম হয়। কুরআনের কিসাস ও দিয়াত (রক্তপণ) ব্যবস্থা সমাজে ভারসাম্য আনে।

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট

বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব : কেন মুসলিমরা নিজেদের কুরআন রেখে অন্যের দর্শনে মুক্তি খুঁজছে?
কুরআনে মুসলিমদের জন্য কত কত উদাহরণ রয়েছে নবিজীর আদর্শ রয়েছে অথচ বর্তমানে মুসলিমরা আমাদের নবীজীর আদর্শ বাদ দিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর বড় বড় লিডারদের ফলো করছে।

নেতৃত্বের অভাব: কুরআনিক গুণাবলি সম্পন্ন (সিদক, আমানত, ইনসাফ) নেতৃত্বের রাষ্ট্রকে দুর্নীতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

গবেষণার ফলাফল (Research Findings)

বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং ইসলামিক চিন্তাবিদদের দীর্ঘমেয়াদী গবেষণার মাধ্যমে বর্তমান সামাজিক অবক্ষয় ও এর সমাধানের ক্ষেত্রে কিছু অকাট্য সত্য বেরিয়ে এসেছে।

জাগতিক শিক্ষা বনাম নৈতিকতার অভাব:

গবেষণায় দেখা গেছে, আধুনিক শিক্ষার হার ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়লেও মানুষের ভেতরের অপরাধপ্রবণতা কমেনি। বরং শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত মহলে সাইবার ক্রাইম, কর্পোরেট দুর্নীতি, মাদকাসক্তি এবং পারিবারিক কলহের হার আশঙ্কাজনকভাবে বেশি। এর প্রধান কারণ, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে দক্ষ চালক বানাচ্ছে, কিন্তু ভালো মানুষ বানানোর মতো নৈতিক উপাদান (যেমন: আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের জবাবদিহিতা) এতে অনুপস্থিত।

ধর্মীয় অনুশাসনের রক্ষাকবচ: সমাজবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, যেসব তরুণ নিয়মিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান (যেমন: জামাতে নামাজ আদায়, নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন, ইসলামিক সেমিনারে অংশগ্রহণ) মেনে চলে, তাদের মধ্যে মাদকাসক্তি, পর্নোগ্রাফির আসক্তি, সাইবার বুলিং এবং ডিপ্রেশনের হার সাধারণ তরুণদের থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বাধ্যতামূলকভাবে নৈতিক ও কুরআনিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
বিজ্ঞান, অর্থনীতি বা প্রযুক্তির প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে তার নৈতিক দায়বদ্ধতা ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির মেলবন্ধন ঘটাতে হবে।

পারিবারিক সচেতনতা ও প্যারেন্টিং ওয়ার্কশপ: মা-বাবাকে বুঝতে হবে যে সন্তানের পেছনে কেবল অর্থ ব্যয় করাই তাদের একমাত্র দায়িত্ব নয়। সন্তানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে হবে এবং শৈশব থেকেই তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা দিতে

হবে। আধুনিক যুগে আদর্শ সন্তান গড়ে তোলার জন্য তরুণ মা-বাদের জন্য 'ইসলামিক প্যারেন্টিং' কোর্সের আয়োজন করা প্রয়োজন।

প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রিত ও ইতিবাচক ব্যবহার:

তরুণদের মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে পারিবারিক নজরদারি বাড়াতে হবে। একই সাথে ইন্টারনেট ও প্রযুক্তিকে কীভাবে শিক্ষণীয় ও উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করা যায়, সেই সচেতনতা তৈরি করতে হবে। প্রযুক্তি ও সুস্থ বিনোদনের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি।

মসজিদ ও সামাজিক নেতৃত্বকে কাজে লাগানো: জুমার খুতবাকে কেবল চিরাচরিত কিছু আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা (যেমন: কিশোর গ্যাং, মাদক, নারীর প্রতি সহিংসতা, মানসিক বিষাদ) নিয়ে ইসলামি সমাধানের আলোকে আলোচনা করতে হবে। মহল্লায় মহল্লায় সচেতন নাগরিকদের নিয়ে 'অন্যায় প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করতে হবে।

যাকাত ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য

বিমোচন: সামাজিক অপরাধের অন্যতম বড় কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বেকারত্ব। রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠানিক যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে দরিদ্র যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে অভাবের তাড়নায় কেউ অপরাধের পথ বেছে না নেয়।

উপসংহার

আজকের মানবসমাজ যে তীব্র নৈতিক ও সামাজিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তা কোনো একক দেশের বা জাতির সমস্যা নয়, এটি বিশ্বব্যাপী একটি মানবিক বিপর্যয়।

আমরা বাহ্যিক উন্নয়ন, আকাশচুম্বী দালানকোঠা আর প্রযুক্তির চরম শিখরে পৌঁছালেও ভেতরের মানুষটা দিন দিন অন্ধকার ও আত্মিক শূন্যতায় নিমজ্জিত হচ্ছি। পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছে, যুবসমাজ দিশেহারা হয়ে পড়ছে এবং মানসিক শান্তি আজ কর্পূরের মতো উড়ে গেছে।

এই অন্ধকার সুরঙ্গ থেকে বের হওয়ার একমাত্র উপায় হলো সেই আলোর দিকে ফিরে যাওয়া, যা আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে আরবের মরুভূমিকে শান্ত ও সভ্য সমাজে পরিণত করেছিল। মানুষের তৈরি কোনো অস্থায়ী আইন বা সাময়িক নীতি দিয়ে মানুষের অন্তর পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন স্রষ্টার তৈরি চিরন্তন সংবিধান—পবিত্র কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন।

যখন আমাদের পরিবারগুলোতে আবার কুরআনের তিলওয়াত ও তার বিধানের চর্চা শুরু হবে, শিক্ষাঙ্গনে নৈতিকতার প্রাধান্য থাকবে এবং সমাজে একে অপরের প্রতি দায়িত্ববোধ তৈরি হবে, কেবল তখনই একটি নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ এবং শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব।

তথ্যসূত্র

এই বিষয়ের গভীরতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের জন্য নিচে প্রধান প্রধান উৎসের উল্লেখ করা হলো:

আল-কুরআন আল-কারীম: বিশেষ করে সূরা আল-হুজুরাত (সামাজিক শিষ্টাচার), সূরা আল-ইমরান (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ) এবং সূরা আর-রাদ (মানসিক প্রশান্তি)।

সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম: পারিবারিক দায়িত্ব, প্রতিবেশীর অধিকার এবং যুবসমাজের নৈতিকতা সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসসমূহ।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.): 'ইগাছাতুল লাহফান' (আত্মিক নিরাময় ও মনের ব্যাধি দূরীকরণ সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থ)।

ইসলামিক গবেষণা প্রবন্ধ।
বিভিন্ন ইসলামিক স্কলারদের বক্তব্য।